

অসমাপ্ত বাক্যের বাড়ি

একটি মানসিক বিরতি

প্রতিটি পরিবারেরই গোপন কথা থাকে।

তার বেশির ভাগই কখনও উচ্চারিত হয় না।

তারা বাস করে বিরতিতে।

লুকিয়ে থাকে সেই সব প্রসঙ্গের ভেতরে, যেখানে কেউ আর ফেরে না।

কেউ কখনও পরিচয় করিয়ে দেয় না, তবু টেবিলের চেয়ার দখল করে বসে থাকে।

আমি বড় হয়েছি অসমাপ্ত বাক্যে গড়া এক বাড়িতে।

কেউ ক্ষতি করতে চায়নি।

ঠিক এই কারণেই পরিবারের ইতিহাস এত জটিল।

গভীরতম প্রভাবগুলো প্রায়ই আসে কোনো অভিপ্রায় ছাড়াই।

বাবা সব সময় কথা দিয়ে শেখান না।

মা সব সময় উপদেশ দিয়ে শেখান না।

কখনও তাঁরা শেখান শুধু সহ্য করে।

কখনও শেখান চুপ করে থেকে।

কখনও শেখান সেই সব ভয় দিয়ে, যার কথা তাঁরা কখনও তোলেন না।

ছোটবেলায় আমি হয়ে উঠেছিলাম পর্যবেক্ষক।

মন দিয়ে শুনতাম।

মুখের ভাব দেখতাম।

মেজাজ পড়তাম।

অর্থনীতি, রাজনীতি বা সম্পর্ক বোঝার বহু আগেই আমি বুঝেছিলাম আবহ।

জানতাম কখন ঘরে টানটান ভাব ঢুকল।

জানতাম কখন হতাশা এসে টেবিলে বসল।

জানতাম কখন কেউ এমন একটা বোঝা বইছে, যার নাম সে দিতে পারে না।

পরিবার মানচিত্র বানায়।

রাস্তার মানচিত্র নয়।

আচরণের মানচিত্র।

এই মানচিত্রগুলো বলে দেয় কোথায় আমরা কথা বলতে পারি আর কোথায় চুপ থাকা উচিত।

বলে দেয় কোন আবেগ গ্রহণযোগ্য।

কোন আবেগ বিপজ্জনক।

কোন আবেগ লুকিয়ে রাখতেই হবে।

বছরের পর বছর আমি সেই মানচিত্র মেনে চলেছি।

ওগুলোর সঙ্গে একমত ছিলাম বলে নয়।

ওগুলোই আমার একমাত্র মানচিত্র ছিল বলে।

অনেক পরে গিয়ে তবে বুঝেছি, উত্তরাধিকার কদাচিৎ বস্তুগত হয়।

সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তরাধিকার আসে লুকিয়ে।

একটা ভয়।

একটা অভ্যাস।

একটা ভূমিকা।

একটা নীরবতা।

আর একদিন, ভাগ্য ভালো হলে, আমরা সেই উত্তরাধিকারের দিকে তাকিয়ে একটা সহজ প্রশ্ন করি:

এটা কি আমাকেও পরের জনকে দিয়ে যেতেই হবে?

সেই প্রশ্নই ছিল মুক্তির শুরু।

ফের্দিনান্দো